দৈনিক ইত্তেফাক

105

তারিখ 11 DEC 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

মন্ত্রী পরিষদে রদবদল ॥ দফতর পুনর্বন্টন

বাসস জানায়, প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল মন্ত্রীপরিষদের দফতর পুনর্বন্টন করিয়াছেন। ১জন প্রতিমন্ত্রীকে পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে এবং ২জন নূতন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করা হইয়াছে। মেজর (অবঃ) ইকবাল হোসেন চৌধুরী পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছেন এবং টিএম গিয়াস উদ্দীন ও তাজুল ইসলাম চৌধুরীকে নূতন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করা হইয়াছে। পূর্বাহ্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করেন এবং প্রেসিডেন্ট তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিমন্ত্রী মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ ওয়াক্কাস এবং

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর পদত্যাগ

বাসস জানায়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন। গতকাল ঢাকায় এক সরকারী তথ্যবিবরণীতে একথা বলা হয়। গতকাল অপরাহ্নে প্রেসিডেন্ট

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ
পররাষ্ট্রমন্ত্রী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ব্যারিষ্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী গত-

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

পদত্যাগ

(১ম পৃঃ পর)

তাহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদের কূটনৈতিক রিপোর্টার জানান : পেশাদার কূটনীতিক হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১৯৮৪ সনের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ইহার আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন। ১৯৮৫ সনের জুন মাসে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। একই সময় তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৮৬-৮৭ সনে তিনি জাতিসংঘের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

গতকাল দুপুর পৌনে বারোটায় তিনি পররাষ্ট্র দফতরে তাঁহার সহকর্মীদের সহিত বিদায়ী সাক্ষাতে মিলিত হন। সোয়া বারোটায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ত্যাগ করার আগ মুহূর্তে এই প্রতিনিধির এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন : সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করিয়াছি। চার বছরেরও বেশী সময় এখানে মন্ত্রী ছিলাম। এখানে অনেক ঝামেলা, অনেক বোঝা। কঠিন দায়িত্বও বটে। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট এরশাদের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন। তবে গতকাল সকালে অফিসে আসিয়াই মন্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত ষ্টাফদের বলেন, তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। সকাল দশটায় মন্ত্রী পরিষদ সচিবের কাছে নিয়ম অনুযায়ী পদত্যাগপত্র দাখিল করেন।

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

(১ম পৃঃ পর)

কাল পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন। আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ইতিপূর্বে শিক্ষা ও সেচ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

মন্ত্রী পরিষদ

(১ম পৃঃ পর)

আবুল খায়ের চৌধুরীকে মন্ত্রীপদ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নরূপভাবে মন্ত্রী পরিষদের দফতর পুনর্বন্টন করা হইয়াছে :

প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ শিল্প মন্ত্রণালয়, উপ-প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম, এ, মতিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, উপ-প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ তথ্য মন্ত্রণালয় এবং প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা, উপ-প্রধানমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়, মেজর জেনারেল (অবঃ) এম এ মুনএম স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, মেজর জেনারেল (অবঃ) মাহমুদুল হাসান কৃষি, কোরবান আলী বন্দর ও জাহাজ চলাচল, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ পররাষ্ট্র, সিরাজুল হোসেন খান ত্রাণ ও পুনর্বাসন, আনোয়ার হোসেন যোগাযোগ, এ কে এম মাইদুল ইসলাম পাটি, এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) একে খোন্দকার পরিকল্পনা, মাহবুবুর রহমান সেচ ও পানিসম্পদ, সুনীলগুপ্ত ভূমি, জাকির ইমাম বস্ত্র, শেখ শহীদুল ইসলাম শিক্ষা, এ সাত্তার বাণিজ্য, সর্দার আমজাদ হোসেন মৎস্য ও পশু পালন, এবি এম গোলাম মোস্তফা জালানি ও খনিজ সম্পদ, মোস্তফা জামাল হায়দার পূর্ত, রেজওয়ানুল হক চৌধুরী সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক, ডঃ ওয়াহিদুল হক অর্থ, মেজর (অবঃ) ইকবাল হোসেন চৌধুরী খাদ্য মন্ত্রণালয়।

প্রতিমন্ত্রীরা হইলেন : রুহুল আমিন হাওলাদার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা। জিয়াউদ্দীন আহমেদ বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন। লেঃ কর্নেল (অবঃ) এইচ এম এ গাফফার যুব ও ক্রীড়া। নামদুর রহমান চৌধুরী কৃষি। কাজী ফিরোজ রশীদ ডাক ও টেলিযোগাযোগ। নাজিউর রহমান মিয়া স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়। নাজিমউদ্দীন আল আজাদ ধর্ম। নূর মোহাম্মদ খান সংস্কৃতি। টিএম গিয়াসউদ্দিন সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক। তাজুল ইসলাম চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয়।